চট্টগ্রাম বন্দর ইতোমধ্যে রিজিওনাল শিপিং হাব-এ পরিণত হয়েছে এবং হবে- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৩০ অক্টোবর ২০২২;

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এমপি বলেছেন, চট্টগ্রাম বন্দর ইতোমধ্যে রিজিওনাল শিপিং হাব-এ পরিণত হয়েছে এবং হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীতে 'চট্টগ্রাম বন্দর কিভাবে রিজিওনাল শিপিং হাব-এ পরিণত হবে' বিষয়ক রাউন্ড টেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা রাউন্ড টেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদক ইনাম আহমেদের সভাপতিত্বে এবং নির্বাহি সম্পাদক শাহরিয়ার খানের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডস এসোসিয়েশনের সভাপতি কবির আহমেদ, বিকেএমইএ'র নির্বাহি সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্ট এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফ, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এসোসিয়েশনের পরিচালক ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলাম মজুমদার, সিকম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিরুল হক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আইনুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রাশেদ খান মাহমুদ তিতুমীর, এফবিসিসিআই'র পরিচালক প্রীতি চক্রবর্তী, সিসিসিআই'র পরিচালক অঞ্জন শেখর দাস এবং সিসিসিআই'র সাবেক পরিচালক মাহফুজুল হক শাহ।

বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডস এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি কবিরুল আলম সুজন মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের বে-টার্মিনালের 'মাল্টিপারপাস টার্মিনাল' চট্টগ্রাম বন্দর নিজেরা পরিচালনা করবে। এক্ষেত্রে সরকার দেশের স্বার্থ বিবেচনায় রেখেছে। বিদেশী বিনিয়োগের বিষয়ে সরকার অর্থনীতি এবং নিরাপত্তার বিষয়টি দেখবে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর দেশের করাপটেড অর্থনীতি ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটাসে যাবে চিন্তা করা যায়না। গত ১৪ বছরে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। বন্দরের বিভিন্ন বিষয়ে সরকার নজরদারি রাখছে। ডে বাই ডে সেগুলোর উন্নয়ন হচ্ছে। যন্ত্রপাতি ও ইয়ার্ড এর পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকারের দায়িত্ব বিজনেসম্যানদের জন্য পথ তৈরি করা। বিজনেসম্যানরা সে পথ ধরে এগিয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেরিটাইম সেক্টরের উন্নয়নে ঝুঁকি নিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করেছেন। দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারিরা মেরিটাইম সেক্টরে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করছে।

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেন, প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন চট্টগ্রাম বন্দর প্রাতিষ্ঠানিক বন্দর হিসেবে ১৩৪ বছর অতিক্রম করেছে। চট্টগ্রাম বন্দর মাস্টারপ্লান নিয়ে তৈরি হয়নি। ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। অনেক সমস্যার কথা বলা হচ্ছে। সেগুলো একদিনের সমস্যা না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি- সেটি বড় বিষয়। কাস্টমসের জবাবদিহিতা নাই; একথাটি ঠিক নয়। ডে বাই ডে আপগ্রেড করছি। সবকিছু অটোমেশন ও ডিজিটাল করা হচ্ছে। ডিজিটাল শব্দটি আওয়ামী লীগ সরকারই নিয়ে এসেছে। পৃথিবীর সবাইকে নিয়ে আমরা যুক্ত আছি। বিদেশী বিনিয়োগকে ভয় পেলে হবেনা। দেশপ্রেমিক সরকার ক্ষমতায় আছে। বিদেশিরা বিনিয়োগ করতে এলে দেশের স্বার্থকে আগে দেখা হবে। কোন ক্ষতি হবেনা। তিনি বলেন, আমরা ইস্ট-ওয়েস্টের মাঝখানে আছি। কক্সবাজার এয়ারপোর্ট রিজিওনাল হাব-এ পরিণত হবে। মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর এমনিই রিজিওনাল হাব হয়ে যাবে। অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছি। আমাদের অভ্যন্তরীণ তিনটি বন্দর আছে। লজিস্টিক্স বিষয়ে কিছু দুর্বলতা আছে। সেগুলো দূর করছি। সেজন্য অনেক ডেভেলাপমেন্টের প্রয়োজন। এজন্য বিদেশিদের সাথে কথা বলছি। কারিগরি ও দক্ষ লোকের অভাব দূর করতে কাজ করা হচ্ছে। কাস্টম্‌সকে দক্ষ করা হচ্ছে। একটি বিরাট শক্তি চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানার বসাতে দেয় না। বসালেও কিছুদিন পর নষ্ট হয়ে যায়। এ মানসিকতা চ্যাঞ্জ করতে হবে।

মো. জাহাঙ্গীর আলম খান
সিনিয়র তথ্য অফিসার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
০১৭১১-৪২৫৩৬৪